১৭-০১-১৭ প্রাতঃমুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - আত্মাকে নীরোগ বানানোর জন্য রুহানী স্টাডি করো আর অন্যদেরও করাও, রুহানী হাসপাতাল খোলো"

প্রশ্নঃ - কোন্ আশা পোষণ করলে স্বতঃই সব আশা পূরণ হয়ে যায় ?

উত্তরঃ - শুধু বাবাকে স্মরণ করে সর্বদা নীরোগ থাকার আশা রাখো। জ্ঞান -যোগের আশা পূরণ হলে বাকি সব আশা স্বতঃ পূরণ হয়ে যাবে। বাচ্চাদের কোনও অভ্যাস রাখা উচিত্ নয়, অলরাউন্ডার অর্থাত্ সর্ব বিষয়ে পারদর্শী হতে হবে। যদিও প্রত্যেকের মধ্যে খামতি রয়েছে তবুও সার্ভিস করা উচিত্।

গীতঃ- ধৈর্য ধরো হে মন ! তোমাদের খুশির দিন আসছে ....

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা গীত শুনেছে। এই সময় সব আত্মাদের ধৈর্যের শক্তি দেওয়া হয়ে থাকে। আত্মাতেই মন-বুদ্ধি আছে। আত্মাই দুঃখী হয়, তখন বাবাকে ডাকে - হে পতিত-পাবন পরমপিতা পরমাত্মা এসো। কখনও ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকরকে পতিত-পাবন বলা যায়না। যখন ওঁদের বলা যায়না তখন লক্ষ্মী- নারায়ণ, রাম-সীতা, এনাদেরও বলা যায়না। পতিত-পাবন তো একজনই। বিষ্ণুর ছবিই তো পবিত্র। তিনি হলেন বিষ্ণুপুরীর মালিক। বিষ্ণুপুরী স্থাপন করেন শিববাবা। উঁনি এখন বিষ্ণুপুরী স্থাপন করছেন। ওখানে দেবী-দেবতাই থাকেন। বিষ্ণু রাজত্ব বলা হোক বা লক্ষ্মী -নারায়ণের রাজত্ব, ব্যাপার একই। এইসব পয়েন্টস ধারণ করার। বাবা হন রুহানী, এবং রুহানী স্টাডি আর রুহানী সার্জারিও আছে এইজন্য বোর্ডে নামও এইরকম লেখা উচিত্ "ব্রহ্মাকুমারী রুহানী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়"। *রুহানী শব্দ অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে*। রুহানী হসপিটালও বলা যেতে পারে, কেননা বাবাকে অবিনাশী সার্জন বলা হয়, পতিত-পাবন, জ্ঞানের সাগরও বলা হয়। *তিনি তোমাদের ধৈর্য দিচ্ছেন এবং বলছেন বাচ্চারা আমি এসেছি। আমি রুহদের পড়াই*। আমাকে সুপ্রীম রুহ্ বলে। আত্মারা সব রোগগ্রস্ত , তোমাদের মধ্যে খাদ মিশেছে। সত্যযুগে আত্মারা পবিত্র অথচ এখানে আত্মারা অপবিত্র; ওখানে পুণ্য আত্মা , এখানে পাপ আত্মা। সবকিছু আত্মার উপরে নির্ভর করছে। আত্মাকে শিক্ষা দেন পরমাত্মা। তাঁকেই স্মরণ করা হয়। সবকিছু তাঁর থেকেই চাওয়া হয়। কোনও দুঃখী কাঙাল হলে বলবে - দয়া করো, কিছু পয়সা দাও আমাকে ধনী বানাও। একবার যদি তার হাতে পয়সা আসে তবে সে বলবে ঈশ্বর সরাসরি দিয়েছেন অথবা বলবে, অন্যের মাধ্যমে দিয়েছেন। একজন কার্পেন্টার (ছুতোর) তার শেঠের থেকে পয়সা পায়। বাচ্চারা তাদের বাবার থেকে পায় , কিন্তু ঈশ্বরেরই নাম উজ্জ্বল হয়। যেমনই হোক , মানুষ ঈশ্বরকে জানেনা , সেইজন্য এইসব যুক্তি তৈরী করে। *এটা জিজ্ঞাসা করা হয়ে থাকে পরমপিতা পরমাত্মার সাথে তোমাদের কি সম্বন্ধ ? প্রজাপিতা ব্রহ্মা এবং জগত্ মাতা জগদম্বার সাথে কি সম্বন্ধ ? রাজ-রাজেশ্বরী লক্ষ্মী- নারায়ণের সাথে তোমাদের কি সম্বন্ধ ? তাঁরা তো স্বর্গের মালিক। যিনি স্বর্গের স্থাপনা করেছেন নিশ্চয়ই তিনি তাঁদের স্বর্গের উত্তরাধিকার দিয়েছিলেন*। তাঁরা বিষ্ণুপুরীর মালিক। মুখ্য চিত্র শিববাবা এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করের। তারা বিষ্ণুর সর্ব অলঙ্কার ভূষিত চিত্র দেখিয়েছে। বিষ্ণুর দ্বারা পালন এবং শংকরের দ্বারা বিনাশ করান। তাঁর ভূমিকা এত বড় নয়। শিববাবা স্তুতির অধিকারী এবং বিষ্ণুও তেমনই হন। শংকরের পার্ট আলাদা। তাঁদের নাম দেওয়া হয়েছে ত্রিমূর্তি। রাম-সীতা, লক্ষ্মী-নারায়ণ মুখ্য

চিত্র । তার পরের চিত্র রাবণের । সেই ছবি ৪ ফুট - ৬ফুট লম্বা বানানো উচিত্ । বছর - বছর রাবণের কুশ-পুত্তলি জ্বালানো হয়, এর সাথে তোমাদের কি সম্বন্ধ ? একে জ্বালানো যখন হয় নিশ্চয়ই বড় কোনও শত্রু হবে । প্রদর্শনীতে তার বড় চিত্র হওয়া উচিত্ । এর রাজত্ব দ্বাপর থেকে শুরু হয়, যখন দেবী-দেবতারা বাম মার্গে পতিত হয় । এইসব চিত্র ছাড়া বাকি যে চিত্রগুলো আছে সেগুলোও আলাদা প্রদর্শনীতে দেখানো উচিত্ কারণ সেগুলো সব কলিযুগের চিত্র । গণেশ, হনুমান, কুমীর -মাছ প্রভৃতির ছবিও রাখা উচিত্ । এইরকম নানারকম ছবি পাওয়া যায় । একদিকে তোমাদের চিত্র আরেক দিকে কলিযুগীয় চিত্র । এই সমস্ত ছবি ব্যবহার করে তোমরা বোঝাতে পারো । মুখ্য চিত্র শিববাবার এবং লক্ষ্যবস্তুর । লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র আলাদা এবং সঙ্গমযুগের চিত্র আলাদা ; কলিযুগের চিত্র আলাদা । চিত্র প্রদর্শনীর জন্য একটা বড় ঘরের প্রয়োজন । দিল্লিতে তোমাদের কাছে অনেক মানুষ আসবে । হতে পারে কেউ ভালো আর কেউ মন্দ । তোমাদের খুব সাবধানে চলতে হবে এবং তোমাদের দরকার এদের মধ্যে থেকে বেছে নেওয়া । *যদি এই প্রদর্শনী চীফ জাস্টিসের দ্বারা উদ্ঘাটন করানো হয় ; তিনি একজন বিখ্যাত, প্রথম সারির মানুষ । প্রেসিডেন্ট এবং চীফ জাস্টিস সম পর্যায়ের । তাঁরা একজন আরেকজনের কাছে শপথ নেন । নিশ্চয়ই তাঁদের এই বিষয়ে কিছু নলেজ আছে, যে কারণে তাঁরা উদ্ঘাটন করতে আসেন । উদ্ঘাটন নির্মিত কিছু বস্তুরই হয় ; ধ্বংসাত্মক কিছুর উদ্ঘাটন তো করবেন না* । বাবা এখন বোঝাচ্ছেন, বাচ্চারা, তোমাদের এখন সুখের দিন আসছে । বোর্ডে হসপিটাল শব্দ অবশ্যই লেখা উচিত্ । আর কে স্থাপনা করেছেন ? অবিনাশী সার্জন, পতিত-পাবন বাবা । পবিত্র দুনিয়ায় পবিত্র মানুষের কখনও কোনরকম অসুস্থতা থাকেনা । পতিত দুনিয়ায় অনেকরকম রোগ । সেবার ক্ষেত্রে তোমাদের এই ব্যাপারে চিন্তা করা উচিত্, কি কি চিত্র ব্যবহার করা উচিত্, কিভাবে বোঝানো উচিত্ । যদি কোনও অজ্ঞানী মানুষ বোঝায়, তবে তারা কিছু বুঝতে পারবে না । তারা বলবে, এখানে কিছুই নেই ; অযথা বানিয়ে বলছে, এইজন্য প্রদর্শনীতে কখনও কম বুদ্ধির কাউকে দিয়ে ব্যাখ্যা করানো ঠিক নয় । অন্যদের বোঝানোর জন্য বুদ্ধিসম্পন্ন হতেই হবে । বিভিন্ন ধরণের মানুষ আসে । যদি কম বুদ্ধির কেউ প্রভাবশালী কোনও ব্যক্তিকে বোঝায় তবে প্রদর্শনীর মূল বিষয় গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে এবং প্রদর্শনীর বদনাম হয় । বাবা তোমাদের বলতে পারেন , কোন্ কোন্ টিচার কেমন হবে । সব টিচার একরকম হুঁশিয়ার হয়না । তারা দেহ -অভিমানীও হয় । বাবা বলেন , হে আত্মারা, তোমাদের সুখের দিন আসছে । স্বর্গের নাম তো সবাই মনে করে কিন্তু স্বর্গের পদও নম্বরভিত্তিক । নরকের পদও নম্বরভিত্তিক । যারা বিজয় মালাতে গাঁথা হবে তারাই রাজ-রাজেশ্বরী হয় । আমরা জিজ্ঞাসা করি তোমাদের সাথে জ্ঞানের দেবী, জগদম্বার কী সম্বন্ধ ? ভগবান জ্ঞান-জ্ঞানেশ্বরীকে জ্ঞান প্রদান করেন এবং তারপর তিনি রাজ-রাজেশ্বরী হন । জগদম্বা জগত্ মাতার অনেক সন্তান এবং প্রজাপিতা ব্রহ্মারও অনেক সন্তান । এইসব খুব সূক্ষ্ম ব্যাপার । মানুষ বুঝতে পারেনা প্রজাপিতা ব্রহ্মা আর জগদম্বা কে ! প্রজাপিতা ব্রহ্মার মুখ-বংশাবলী হবে । যারা বিচক্ষণ তারা তত্ক্ষণাত্ জিজ্ঞেস করবে যে, আমাদের এই কথা বোধগম্য হলোনা প্রজাপিতা ব্রহ্মা আর জগদম্বার নিজেদের মধ্যে কী যোগ আছে ! বাচ্চারা সকলেই মুখবংশাবলীই হবে । তারা যখন এই ধরনের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবে তোমরা বুঝতে পারবে যারা এখানে এসেছে তাদের বুদ্ধি কিরকম । বাবা সব রহস্য বুঝিয়ে দেন । ত্রিমূর্তি, ঝাড়, গোলা এই চিত্রের মধ্যে মূল লক্ষ্য এবং বিষয়বস্তু- লক্ষ্মী-নারায়ণ এছাড়াও যিনি উত্তরাধিকার দিচ্ছেন তিনি উপরে । সেই একেশ্বর যিনি সব বুঝিয়ে দিচ্ছেন তিনি জ্ঞানসম্পন্ন । প্রশ্নাবলীও খুব ভালো । রাবণের সাথে তোমাদের কী সম্বন্ধ ? বড় বড় বিদ্বান, পণ্ডিত এদের কেউই বোঝায়নি রাবণ শত্রু হলো কিভাবে । আমরাও আগে বুঝতে পারতামনা । বাবা বলেন , এমনকি এই যে ব্রহ্মা আমি যাকে অ্যাডপ্ট করেছি সেও জানত না । এখন তোমরা জেনেছ ,

অন্যদের বোঝানোর জন্য তোমাদের অনেক উত্সাহ থাকা উচিত্ । এই প্রদর্শনী একদম নতুন । এমনকি এটা যদি মানুষ কপি করে তবুও বোঝাতে পারবেনা । এটা আশ্চর্য । প্রবল উত্সাহ থাকা উচিত্ । *সার্ভিসে নিজেকে পুরোপুরি যুক্ত করতে হবে । অনেকে তোমাদের চিত্র চাইবে সুতরাং অনেক চিত্রও রাখতে হবে । সার্ভিসের জন্য বিশালবুদ্ধি প্রয়োজন । খরচ হবে । টাকা খরচও করতে হবে । তুমি খরচ করতে থাকলে আরও বেশী আসতে থাকবে । দান দিলে ধন কখনও কম হয়না । বাচ্চা ক্রমাগত তৈরী হতে থাকবে । পয়সা সার্ভিসে লাগাতে হবে । রাজধানী সত্যযুগে হবে । তোমরা এখানে মহল ইত্যাদি বানাতে যেয়োনা । গভার্নমেন্টের কত খরচা হয় । এখানে তোমাদের খরচ চিত্র বানানোর* । দিন-দিন অনেক নতুন নতুন পয়েন্ট বেরোচ্ছে । অবস্থা অনুযায়ী যথেষ্ট যুক্তি সহকারে বোঝানো হয় রাবণ রাজ্য কবে থেকে শুরু হয়েছিল । অর্ধেক সময় রাবণের রাজ্য, অর্ধেক সময় রামের রাজ্য । এই রাবণের কাছ থেকে বাবাই এসে মুক্ত করেন; আর কেউ মুক্ত করতে পারেনা । এর জন্য সর্বশক্তিমানকেই প্রয়োজন । উঁনিই মায়ার বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করাতে পারেন । তারপর সত্যযুগে শত্রু রাবণের কোনও অস্তিত্ব থাকেনা । ধীরে ধীরে তোমাদের প্রভাব ছড়িয়ে পড়বে । মাতা এবং কুমারীরা যারা সংসার নিয়মের বন্ধনে আটকে আছে তারাও মুক্ত হয়ে যাবে । তারা বুঝবে যে এইরকম কিছু হওয়া ভালো হলো । নিশ্চিতরূপে নানারকম অভিযোগ উঠবেই । কৃষ্ণকেও অভিযুক্ত করা হয় । স্থাপনার সময়ও স্ত্রীলোকদের হরণ করে নিয়ে আসার অনেক অভিযোগ থাকে এবং স্ত্রীলোকদেরও অনেক অপমান হয় । তারা স্বর্গেরও বদনাম করে , বলে কৃষ্ণকে সাপে কেটেছে, তারপর এই এই হয়েছে ....। এইগুলো সব বাজে কথা । প্রদর্শনীতে অনেকে আসে । তারপর তাদের বলা হয় আরও জানতে চাইলে সেন্টারে এসে বোঝো । এসে নিজেদের জীবন মূল্যবান বানাও । মৃত্যুকে জয় করো । ওখানে অকালমৃত্যু হয়না । একটা গল্প আছে, কিভাবে যমদূত একজনকে নিতে এসেছিলো এবং কিভাবে সে বলেছিলো যে, সে ভিতরে প্রবেশ করতে পারবে না । এটা সম্পূর্ণরূপে বুঝতে হবে । এর জন্য উদার এবং বিশাল বুদ্ধির প্রয়োজন ; তোমাদের দেহী-অভিমানীও হতে হবে । আমি আত্মা । পুরানো সম্বন্ধ এবং পুরানো শরীরের প্রতি মোহ থাকা ঠিক নয় । এখন ড্রামা সম্পূর্ণ হয়ে আসছে, আমরা ঘরে ফিরে যাচ্ছি । স্বর্গে গিয়ে আমাদের নতুন সম্বন্ধে জুড়ে যেতে হবে । এই জ্ঞান তোমাদের বুদ্ধিতে আছে । এই পুরানো দুনিয়া শেষ হয়ে যাচ্ছে । আমাদের সম্বন্ধ বাবা আর নতুন দুনিয়ার সাথে । এই কথা অনবরত স্মরণ করতে হবে । ভবিষ্যতের নতুন দুনিয়ার জন্য । এই পুরানো দুনিয়া কবরস্থানে পরিণত হবে । তোমরা তোমাদের মনকে কেন এর সাথে জুড়ে রাখবে ! তোমাদের শরীর সমেত সবকিছু বিনাশ হতেই হবে । দেহী-অভিমানী হওয়া ভালো । আমরা বাবার কাছে যাচ্ছি । নিজের সাথে কথা বলো ।, তবেই কাউকে বোঝাতে পারবে । তোমরা বাচ্চারা এখন জানো যে আমাদের সুখের দিন আসছে । পাশ হওয়ার জন্য তোমরা যত পুরুষার্থ করবে, উঁচু পদ লাভ করবে । সার্টিফিকেট একমাত্র তোমাদের টিচারই দিতে পারেন । তিনি জানেন তোমার মধ্যে কতখানি সততা আছে । সেবাকাজে কতটা আগ্রহী । যে স্থাপনার কাজ করে সে ধ্বংসাত্মক কাজ তো করেনা । সেবাপরায়ণ বাচ্চারাই বাবার হৃদয় আসনে বসে । যদিও এখনও সকলে পরিপূর্ণ হয়নি । সবার মধ্যে খামতি রয়েছে । যত এগিয়ে যেতে থাকবে তোমরা পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে । তোমাদের উত্সাহ থাকতে হবে মানুষের জীবন কিভাবে বানানো যায় । কাঁটাকে ফুল বানাতে হবে । বাবাও কাঁটার মতো মানুষকে ফুল বানান । তিনি তাদের দেবতা বানান । জ্ঞান এবং যোগও প্রয়োজন । বাচ্চাদের সংখ্যা যখন বাড়বে, কেউ তোমাদের বিরোধ করবে না; তখন তারা সব বুঝতে পারবে । এখানে কোনও দেবী-দেবতা নেই । সব বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে । *সবদিকে বুদ্ধি থাকা প্রয়োজন, কেউ সঠিকভাবে সার্ভিস করছে কী করছেনা । এমন তো কেউ নেই যে শুধু আরাম করতেই ভালবাসে । এমনও তো

কেউ নেই যার সবসময় কিছু না কিছু চাই । একে বলা হয় লোভ । ভালো খাবার চাই, ভালো কাপড় চাই । অনেকরকম আশা থাকে । বাস্তবে, যজ্ঞ থেকে যা পাওয়া যায় তাই ভালো । সন্ন্যাসীদের যা দেওয়া হয় তার থেকে বেশী তারা কখনও চায়না । তারা বিশ্বাস করে এই ধরনের অভ্যাস ভালো নয় । শিববাবার যজ্ঞ থেকে তোমরা যা লাভ করছ সব ভালো । তবুও কিছু আশা থেকে যায় । আগে জ্ঞান-যোগের আশা পূরণ করো । সেই আশা তোমরা জন্ম জন্মান্তর ধরে পোষণ করছ । এখন বাবাকে স্মরণের দ্বারা আমরা এভার হেলদি হয়ে যাব, এই আশাই রাখতে হবে । সুতরাং , তোমরা অবশ্যই লিখবে এই হলো রুহানী হসপিটাল । যখন তোমরা এটা করবে মানুষ বুঝতে পারবে এই হলো হসপিটাল এবং কলেজ । বাবা বাড়ীও বানিয়েছেন হসপিটাল এবং কলেজের মতো । কলেজের কোনও শৃঙ্গার হয়না সাধারন হয় । আচ্ছা -

মিষ্টি -মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণ -স্নেহ আর সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সারঃ-

১) যারা আরাম পছন্দ করে তাদের মতো হয়োনা । সার্ভিসের অনেক অনেক শখ রাখতে হবে । তোমাদের টাকা শুধুমাত্র সার্ভিসেই খরচ করতে হবে । মানুষের কন্টকময় জীবনকে ফুল বানাতে হবে ।

২) সর্বদা গঠন মূলক কাজ করবে, ধ্বংসের নয় । নিজের সাথে নিজের কথা বলতে হবে । আমরা কোথায় যাচ্ছি ! কি তৈরী হচ্ছি !

বরদানঃ- *মায়া এবং প্রকৃতির দোলাচলে সর্বদা নিরাপদে থেকে দিলারামের হৃদয়াসনে আসীন হও*

সবসময় নিরাপদ থাকার স্থান, দিলারাম বাবার হৃদয় আসন । সর্বদা এই স্মৃতিতে থাকো যে আমাদের পরম সৌভাগ্য যে ভগবানের হৃদয় সিংহাসনে বসতে পেরেছি । যারা পরমাত্ম হৃদয়ে থেকে আত্মহারা হয়েছে অথবা হৃদয়াসনে বসে আছে তারা সদা নিরাপদে থাকে । মায়া বা প্রকৃতির তুফান তাদের নাড়াতে পারবে না । যারা অচল তাদের স্মৃতিমন্দির এই অচলঘর, এই ঘর কোনও অবস্থাতেই নাড়ানো যায়না । সুতরাং , এটা সবসময় স্মরণে রেখো তোমরা অনেকবার অচল হয়েছ আর এখনও অচল ।

শ্লোগানঃ- *জ্ঞানস্বরূপ, প্রেমস্বরূপ হওয়ার অর্থই তোমার শিক্ষাকে অভ্যাসে পরিণত করা* ।

তপস্বী মূর্ত হও

তপস্বী স্বরূপের আসনে বসে নিজের শ্রেষ্ঠ মর্যাদা, রূহানী মর্যাদায় স্থিত হয়ে সেই পরিস্থিতিকে সমাপ্ত করো যা এখন মানুষকে হয়রান করছে । নিজ মর্যাদায় চরম দুর্দশাগ্রস্ত আত্মাদের শান্তি এবং নিশ্চলতার বরদান দাও । লাইট হাউস আর মাইট হাউসের স্থিতি বুঝে, সেই স্থিতিতে স্থিত হও ।